KEY FINDINGS

জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (এনএসপিডি) প্রতিবেদন ২০২১

Report on National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021

ডিসেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.bbs.gov.bd

উল্লেখযোগ্য ফলাফল

জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (এনএসপিডি) ২০২১

সূচক	মোট	পল্লী	শহর
নমুনা খানাসমূহের সংখ্যা ও সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করার হার			
নমুনা খানার সংখ্যা	৩৬,০০০	২৮,২৬১	৭,৭৩৯
নমুনা খানায় সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করার হার	৯৮.৫০	৯৮.৬০	৯৮.১০
বসতভিটার মালিকানা (শতকরা হার)			
নিজস্ব	৮৪.৩৭	৯৩.৫৯	৫২.৮৬
ভাড়াকৃত	১৩.৪৯	৪.২৪	৪৫.১৪
ভাড়াবিহীন	২.০৪	২.০৭	১.৯৭
অন্যান্য	০.০৯	০.১১	০.০৪
শয়নকক্ষে বসবাসকারীর সংখ্যা			
শয়নকক্ষে বসবাসকারীর গড় সংখ্যা	২.২১	২.১৯	২.২৮
যে সব খানার নিম্নোক্ত সুবিধা রয়েছে সে সব খানার শতকরা হার			
খানায় ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে	৫৭.৪২	৫৩.৮৩	৬৯.৭১
খানায় বিদ্যুৎ সুবিধা রয়েছে	৯৮.৭৭	৯৮.৫৩	৯৯.৫৭
খানায় টেলিভিশন রয়েছে	৫১.১৪	৪৪.৯৯	৭২.৩৬
খানায় মোবাইল ফোন রয়েছে	৯৭.৪৭	৯৭.২২	৯৮.৩৩

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
অন্তত এক ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তির শতকরা হার (বাংলাদেশের ২০১৩ সনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বর্ণিত প্রকারের ভিত্তিতে)			
মোট	২.৮০	৩.২৮	২.৩২
বসবাসের এলাকার ধরন			
পল্লী এলাকা	২.৮৯	৩.৪৪	২.৩৫
শহর এলাকা	২.৪৫	২.৬৯	২.২০
প্রতিবন্ধিতার ধরন			
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার	০.০৫	০.০৬	০.০৪
শারীরিক প্রতিবন্ধিতা	১.৩৫	১.৬৬	১.০৩
প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি করে এমন মানসিক অসুস্থতা	০.২৯	০.৩৩	০.২৪
দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা	০.৪৬	০.৪৯	০.৪৩
বাক প্রতিবন্ধিতা	০.৩২	০.৩৭	০.২৭
বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা	০.২২	০.২৪	০.১৯
শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা	০.৩৬	০.৩৭	০.৩৪
সেরিব্রাল পালসি	০.০৮	০.০৮	০.০৭
ডাউন সিনড্রোম	০.০৪	০.০৪	০.০৪
শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা	০.০২	০.০৩	০.০২
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা	০.৩৫	০.৩৯	০.৩১
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা	০.০৫	০.০৭	০.০৩
প্রতিবন্ধিতার প্রধান কারণসমূহ			
জন্মগত সমস্যা	৪১.০৯	৪০.৭৪	৪১.৬০
অসুস্থতা	৩৬.৩৫	৩২.৭৯	৪১.৩৮
গাছ বা ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া	১২.২৭	১৩.৬৯	১০.২৭
সড়ক দুর্ঘটনা	৫.৫৩	৮.২০	১.৭৭

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
২০২১ শিক্ষাবর্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী ৫-২৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর ও যুবক			
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী	৩২.৬০	৩০.৯২	৩৫.১৫
৫-২৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী যারা ২০২১ সনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী তাদের মধ্যে:			
প্রাথমিক স্তর (১ম-৫ম শ্রেণি)	৫৩.০২	৫৩.১৫	৫২.৮৪
মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণি)	৩৭.৪৭	৩৮.০৯	৩৬.৬৫
স্নাতক বা স্নাতকোত্তর	৯.৫১	৮.৭৬	১০.৫২

সূচক	উভয়	পুরুষ	নারী
সাধারণ ছাত্রছাত্রীর তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিক্ষায় গড়ে পিছিয়ে আছে (বছরে)			
গড় বছর	২.৩৮	২.৩৬	২.৪১

সূচক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	তদূর্ধ্ব
২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাগ্রহণকারী ৫-২৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের বয়সভেদে শিক্ষার স্তর			
প্রাথমিক স্কুল বয়সী (৫-১১ বছর)	১০০.০০	০.০০	০.০০
মাধ্যমিক স্কুল বয়সী (১২-১৭ বছর)	৩৪.৭১	৬৫.২৯	০.০০
মাধ্যমিক-উত্তর বয়সী (১৮-২৪ বছর)	০.০০	৪৯.২৬	৫০.৭৪

সূচক	উভয়	পুরুষ	নারী
কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, বিশেষ ধরনের টয়লেট সুবিধাপ্রাপ্তি, সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা এবং সরকারি নিবন্ধন থাকার ভিত্তিতে ১৫-৬৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হার			
কর্মে নিয়োজিত	৩৩.৭৮	৪৭.৫৯	১২.৮০
কর্মে নিয়োজিত নয়	৬৬.২২	৫২.৪১	৮৭.২০
জরিপের অব্যবহিত পূর্বের ০৩ মাসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	৬১.৯৮	৬১.৩৩	৬২.৯১
জরিপের অব্যবহিত পূর্বের ১২ মাসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	৯২.৩৩	৯১.৭৯	৯৩.০৯
খানায় প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ ধরনের টয়লেট রয়েছে	৯.৭৫	৮.৪৫	১১.৫৯
প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সংগঠন বা সংস্থার সাথে জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	০.৯৭	১.১৩	০.৭৪
সরকারি নিবন্ধন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	৩৫.৬০	৩৭.৬১	৩২.৭৬
কখনো প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হার			
কখনো প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন (যাদের নিবন্ধন রয়েছে শুধু তাদের মধ্যে)	৯১.৪৩	৯০.২৪	৯৩.৩৭
কখনো প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন (নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত নির্বিশেষে)	৩৩.৮৭	৩৫.৪৭	৩১.৬১
কখনো যে কোনো ভাতা পেয়েছেন (নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত নির্বিশেষে)	৪৭.৪২	৪৬.৭৪	৪৮.৩৮

সূচক	মোট	পল্লী	শহর
জরিপের পূর্বের ১২ মাসের কোনো না কোনো সময় বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের শিকার হওয়া			
বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শতকরা হার	৪৩.৭০	৪৪.০২	৪২.৩৩
প্রধানত যে কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের শিকার			
প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হার	৯৮.৫৮	৯৮.৪১	৯৯.৩৩
প্রধানত যাদের দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের শিকার			
প্রতিবেশীর দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ ও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধীর হার	৯০.৫৮	৯১.২৭	৮৭.৫৫
বৈষম্যমূলক আচরণ, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ			
প্রতিবেশীকে অবহিত করেছেন	৫১.৬৬	৫৩.৫২	৪৫.২০
ইউপি চেয়ারম্যান বা সদস্যকে অবহিত করেছেন	১৯.০৪	২২.৬৪	৬.৪৯
স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ধর্মীয় নেতাকে জানিয়েছেন	২৭.৫৭	২৯.৩৭	২১.৩১
যারা প্রতিকারের জন্য কাউকে জানিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রতিকার পেয়েছেন	**৫৮.২৪**	**৫২.২৬**	**৭৯.০৭**

সূচক	মোট	পল্লী	শহর
জরিপের পূর্বের ১২ মাসের কোনো না কোনো সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিদ্যুপের শিকার হওয়া			
কখনো বিদ্যুপের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শতকরা হার	৫৬.৪১	৫৬.৮৬	৫৪.৫২
প্রধানত যাদের দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিদ্যুপের শিকার হয়েছেন			
প্রতিবেশী দ্বারা বিদ্যুপের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শতকরা হার	৯০.৫৬	৯১.৩৫	৮৭.১০
জরিপের পূর্বের ১২ মাসের কোনো না কোনো সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের বিদ্যুপের শিকার হওয়া			
বিদ্যুপের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের শতকরা হার	৫০.৫৪	৫০.৩৬	৫১.৩১
প্রধানত যাদের দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার বিদ্যুপের শিকার হয়েছে			
প্রতিবেশী দ্বারা বিদ্যুপের শিকার হয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের শতকরা হার	৯১.৯৫	৯২.৯০	৮৭.৯৯

সূচক	মোট	পল্লী	শহর
স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের ধরনভেদে জরিপের পূর্বের এক বছরে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শতকরা হার			
সরকারি হাসপাতাল (এমসিএইচ, ডিএইচ, ইউএইচসি) থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	২২.৪৮	১৮.৮৪	৩৯.৪১
এমসিডাব্লিউসি/এফডাব্লিউসি/আরডি/সিসি থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	৪.০৩	৪.৬৯	০.৯৯
বেসরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	১৫.০৫	১৪.০৩	১৯.৭৭
এমবিবিএস ডাক্তার থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	১৩.৩২	১৪.১২	৯.৬০
গ্রাম্য চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	২৩.৮৪	২৭.৩৯	৭.৩৪
এলোপ্যাথিক ওষুধের দোকান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	১৬.৬৮	১৬.০৪	১৯.৬৩
এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	০.৩০	০.৩৩	০.১৪
অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন	১.২৮	১.২৫	১.৪১

[নোট: এমসিএইচ দ্বারা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ডিএইচ দ্বারা জেলা হাসপাতাল, ইউএইচসি দ্বারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এমসিডাব্লিউসি দ্বারা মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, এফডাব্লিউসি দ্বারা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, আরডি দ্বারা রুরাল ডিসপেনসারি ও সিসি দ্বারা কমিউনিটি ক্লিনিক বুঝানো হয়েছে।]

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ব্যক্তির শতকরা হার (ওয়াশিংটন গ্রুপ প্রতিবন্ধিতার পরিসংখ্যান মডিউল-এর ভিত্তিতে)			
মোট	৭.০৭	৭.২২	৬.৯১
পল্লী এলাকা	৭.২২	৭.৪৭	৬.৯৭
শহর এলাকা	৬.৫৩	৬.৩৫	৬.৭১
২-৪ বছর বয়সী শিশু	১.৮৯	২.৩০	১.৪৬
৫-১৭ বছর বয়সী শিশু	৪.০২	৪.৬৪	৩.৩৫
প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৪৯ বছর বয়সী)	৩.৯৫	৪.২৭	৩.৬৬
প্রাপ্তবয়স্ক (৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী)	২২.৬০	২০.৭৪	২৪.৬৭

সূচক	মোট	পল্লী	শহর
এলাকাভেদে প্রাপ্তবয়স্কদের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি			
অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ১৮-৪৯ বছর বয়সী নারীদের শতকরা হার	৩.৬৬	৩.৬৯	৩.৫৬
অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ১৮-৪৯ বছর বয়সী পুরুষদের শতকরা হার	৪.২৭	৪.৪৪	৩.৭৪
অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারীদের শতকরা হার	২৪.৬৭	২৪.৩১	২৬.৩৫
অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী পুরুষদের শতকরা হার	২০.৭৪	২১.১৪	১৯.২১

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
নিম্নোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ২-৪ বছর বয়সী শিশুর শতকরা হার			
দৃষ্টিশক্তিতে/দেখতে সমস্যা	০.৩৭	০.৩২	০.৪২
শুনতে সমস্যা	০.৩৮	০.৫৩	০.২৩
হাঁটতে সমস্যা	০.৮২	০.৯৫	০.৭০
ফাইন মোটরে (হাত ও পায়ের সুক্ষ পেশি ব্যবহারে) সমস্যা	০.৫৭	০.৫৭	০.৫৬
অন্যের সাথে যোগাযোগ বা কথা বোঝাতে সমস্যা	১.১৩	১.৩৯	০.৮৭
শিক্ষণে সমস্যা	০.৯৯	১.১৬	০.৮২
খেলাধুলা করতে সমস্যা	০.৭৮	০.৯৬	০.৬০
আচরণ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা	০.২০	০.৩২	০.০৮

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
নিম্নোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর শতকরা হার			
দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা/দেখতে সমস্যা	০.৬৪	০.৬৯	০.৫৮
শ্রবণে সমস্যা	০.৪২	০.৪৭	০.৩৭
হাঁটতে সমস্যা	১.১৩	১.৩২	০.৯৩
নিজের যত্ন নিতে সমস্যা/নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে না	১.১৬	১.২৯	১.০৩
অন্যের সাথে যোগাযোগ বা কথা বোঝাতে সমস্যা	১.২৪	১.৪৭	০.৯৯
শিক্ষণে সমস্যা	১.৬০	১.৭৯	১.৩৯
স্মরণ রাখতে সমস্যা	১.৬৬	১.৮৫	১.৪৬

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
নিম্নোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে এমন ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর শতকরা হার			
কোনো কিছুতে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সমস্যা	০.৮৫	০.৯৩	০.৭৭
পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সমস্যা	০.৯৭	১.০৪	০.৯০
আচরণ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা	১.৫১	১.৮২	১.১৯
কাউকে বন্ধু বা আপন করতে সমস্যা	১.০০	১.১৪	০.৮৬
দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ	০.৩৬	০.৪০	০.৩২
বিষণ্নতা	০.৩৬	০.৪৫	০.২৭

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্র বা ডিভাইস ব্যবহারকারী এবং ব্যবহার সত্ত্বেও ফাংশনাল ডিফিকাল্টি হয় এমন ২-১৭ বছর বয়সী শিশুর শতকরা হার			
চশমা ব্যবহারকারী	১.৪৩	১.০৭	১.৮১
সহায়ক শ্রবণযন্ত্র ব্যবহারকারী	০.২১	০.১৮	০.২৩
হাঁটার জন্য সহায়ক যন্ত্র ব্যবহারকারী বা অন্যের সাহায্য গ্রহণকারী	০.৪১	০.৫০	০.৩৩
চশমা ব্যবহার করার পরও দেখতে সমস্যা হয়	৬.২৭	৬.৪২	৬.১৮
সহায়ক শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার সত্ত্বেও শুনতে সমস্যা হয়	৭.১৯	২.৮৭	১০.৮৪
হাঁটার সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার বা অন্যের সহায়তা নেওয়া সত্ত্বেও হাঁটতে সমস্যা হয়	২৮.১৬	২৮.০৭	২৮.২৯

সূচক	মোট	পুরুষ	নারী
সহায়ক যন্ত্র বা ডিভাইস ব্যবহারকার সত্ত্বেও ফাংশনাল ডিফিকাল্টি হয় এমন ২-১৭ বছর বয়সী শিশুর শতকরা হার			
চশমা ব্যবহার করার পরও দেখতে সমস্যা হয়	৬.২৭	৬.৪২	৬.১৮
সহায়ক শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার সত্ত্বেও শুনতে সমস্যা হয়	৭.১৯	২.৮৭	১০.৮৪
হাঁটার সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার বা অন্যের সহায়তা নেওয়া সত্ত্বেও হাঁটতে সমস্যা হয়	২৮.১৬	২৮.০৭	২৮.২৯

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (এনএসপিডি) ২০২১-এ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নির্বাহী সারসংক্ষেপটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি প্রমিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য ও উন্নয়নের মূল ধারার সাথে তাদের সংযোগ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করাই এ জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য। নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০২১ সালে জরিপটির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। নিম্নে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল

মূলত দেশব্যাপী ৩৬,০০০ নমুনা খানা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপের ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ জরিপে ০৮টি ডোমেইন (প্রশাসনিক বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত করে একটি যথাযথ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতার ধরন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এ নির্ধারিত শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার ২.৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধী; যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩.২৮ শতাংশ ও নারীদের ক্ষেত্রে ২.৩২ শতাংশ এবং পল্লী এলাকায় ২.৮৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ২.৪৫ শতাংশ। ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার ০.৮৩ শতাংশ; অন্যদিকে ১৮-৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে তা ২.২৪ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে ৯.৮৩ শতাংশ। খুলনা বিভাগে প্রতিবন্ধিতার হার সর্বোচ্চ (৩.৬২ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন সিলেট বিভাগে (২.১৫ শতাংশ)। প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুসারে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ১.৩৫ শতাংশ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ০.৪৬ শতাংশ, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা ০.৩৬ শতাংশ, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা ০.৩৫ শতাংশ, বাক প্রতিবন্ধিতা ০.৩২ শতাংশ, মানসিক অসুস্থতা ০.২৯ শতাংশ, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা বা বৈকল্য ০.২২ শতাংশ, সেরিব্রাল পালসি ০.০৮ শতাংশ, অটিজম ০.০৫ শতাংশ এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা ০.০৫ শতাংশ।

প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে: জন্মগত সমস্যা (৪১.০৯ শতাংশ), বিভিন্ন রোগ (৩৬.৩৫ শতাংশ), গাছ বা ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া (১২.২৭ শতাংশ) এবং সড়ক দুর্ঘটনা (৫.৫৩ শতাংশ) ।

অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যা হলো সামাজিক এবং আন্তঃব্যক্তিক আচরণে সমস্যা (৯৩.৬৮ শতাংশ)। এ ছাড়া তাদের একই কাজ বারবার করা (৮৮.৪০ শতাংশ), মৌখিক বা অ-মৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা (৮৭.১৮ শতাংশ) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা (৮৬.৪২ শতাংশ) রয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৩.১১ শতাংশের আংশিকভাবে এবং ৩১.৮৪ শতাংশের সম্পূর্ণভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ২০.৩৭ শতাংশের স্থায়ী শারীরিক ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। অন্যদিকে যথাক্রমে ২২.১১ ও ১৮.৭৬ শতাংশের একটি পা বা হাত আংশিকভাবে অবশ।

উত্তরদাতাদের কাছে প্রাপ্ত মেডিকেল ডায়াগনোসিস অনুসারে মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ক্লিনিকাল বিষণ্নতা অন্যান্য মানসিক সমস্যার চেয়ে বেশি দেখা যায় (২৪.০৪ শতাংশ)। এ ছাড়া মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে পারসনালিটি ডিজঅর্ডার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধিতা (১৯.৯৫ শতাংশ) এবং তারপরের অবস্থানে রয়েছে ফোবিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতা (১২.২২ শতাংশ)।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৬৬.৪৮ শতাংশ এক চোখে এবং ১৬.০৯ শতাংশ উভয় চোখেই দেখতে পান না। অন্যদিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের ১৮.১৬ শতাংশ উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখতে পারেন এবং ২৯.০১ শতাংশ চশমা বা লেন্স পরেও আংশিক দেখতে পারেন এবং ১৪.৩৫ শতাংশ একেবারেই দেখতে অক্ষম।

বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৪.২৫ শতাংশের স্পষ্ট উচ্চারণসহ সঠিক আওয়াজে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজিয়ে কথা বলতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ৩৫.২৫ শতাংশের সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলোর ক্ষতি বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ সাজাতে এবং উচ্চারণে

সমস্যা হয় এবং কণ্ঠ্য বা স্বর-প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা তাতে সমস্যা থাকায় স্বাধীনভাবে কথা বলতে ২৯.৩০ শতাংশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে তাদের ৫৮.৩২ শতাংশ মোটেই কথা বলতে পারেন না।

৯৮.৩৮ শতাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইকিউ ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম; এ ছাড়া ৯৭.৬৮ শতাংশের বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ৯৩.৯১ শতাংশের দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং ৯২.৮৭ শতাংশের বয়স-উপযোগী ক্রিয়াকলাপ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৪২.০২ শতাংশ উভয় কানে আংশিক বা কম শোনেন বা কখনো কখনো একেবারেই শুনতে পান না; অন্যদিকে ২০.৪৩ শতাংশ এক কানে এবং ৩৭.৩৬ শতাংশ উভয় কানে একেবারে শুনতে পান না।

৯০ শতাংশের মত সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। যেমন: যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা (৯৬.৩৪ শতাংশ), নড়াচড়ায় ভারসাম্যের অভাব (৯৬.৬৪ শতাংশ), পেশী খুব শক্ত বা খুব শিথিল (৮৯.৩২ শতাংশ), হাত বা পায়ের স্বাভাবিক নড়াচড়ায় সীমাবদ্ধতা (৯০.৯৭ শতাংশ), আচরণগত সীমাবদ্ধতা (৮৯.০৬ শতাংশ) এবং হাত/পা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা (৮৫.৪৯ শতাংশ) ইত্যাদি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

তিন বছর বা তার বেশি বয়সের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫৪.৭৪ শতাংশের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।[1] অন্যদিকে তাদের ২৩.১১ শতাংশের প্রাথমিক (১ম-৫ম), ১৮.৩৩ শতাংশের মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১২শ) এবং ১.৫৭ শতাংশের উচ্চ শিক্ষা রয়েছে। ২০২১ শিক্ষাবর্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে বছর ৫-২৪ বছর বয়সী (অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণে উপযোগী) প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের ৩২.৬০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে তাদের মধ্যে ৫৩.০২ শতাংশ প্রাথমিক, ৩৭.৪৭ শতাংশ মাধ্যমিক এবং ৯.৫১ শতাংশ উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধিতার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় দেরিতে লেখাপড়া শুরু করে। ২০২১ সনে ১২-১৭ বছর বয়সী (মাধ্যমিক স্কুল উপযোগী) প্রতিবন্ধী শিশুদের ৩৪.৭১ শতাংশ প্রাথমিক স্তরে এবং ১৮-২৪ বছর বয়সী (উচ্চ শিক্ষার উপযোগী) ৪৯.২৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করেছে । যারা ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিয়েছে, তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে গড়ে ২.৩৮ বছর পিছিয়ে আছে।

৫-২৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর ও তরুণরা, যারা কখনো স্কুলে যায়নি বা পূর্বে পড়াশোনা করলেও ২০২১ সালে শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের স্কুলে না যাওয়ার বা পড়াশোনা বন্ধ করার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে: এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত স্কুলের অভাব (৪৭.৭৩ শতাংশ), খানার অনীহা (২৮.০৭ শতাংশ), আর্থিক সীমাবদ্ধতা বা দারিদ্র্য (২৬.৮০ শতাংশ) এবং স্কুলে অবকাঠামোগত প্রবেশগম্যতার অভাব (১৩.৩১ শতাংশ)।

কর্মসংস্থান

১৫-৬৪ বছর বয়সী (কর্ম উপযোগী) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এক তৃতীয়াংশ (৩৩.৭৮ শতাংশ) কর্মরত; এর মধ্যে ৪৭.৫৯ শতাংশ পুরুষ এবং ১২.৮০ শতাংশ নারী, এবং ৩৫.৫৫ শতাংশ পল্লী এলাকায় ও ২৫.৯৫ শতাংশ শহরে বসবাস করেন। ৫-১৭ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের মাত্র ৪.৮০ শতাংশ কাজে নিয়োজিত; এর মধ্যে ৬.৭১ শতাংশ ছেলে ও ২.০৪ শতাংশ মেয়ে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে (১৫-৬৪ বছর) যারা কর্মে নিয়োজিত, তারা প্রধানত স্ব-নিয়োজিত (৫৪.৪২ শতাংশ)। এ ছাড়া অনেকে খানার বা পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োগকর্তা হিসেবে (১৮.১৪ শতাংশ) এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান (১৬.৩৭ শতাংশ)-এ কাজ করেন। মাত্র ২.৬৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তারা মূলত কম্পিউটার দক্ষতা (৩৫.৬১ শতাংশ), তৈরি পোশাক খাতে কাজ (১৫.২৪ শতাংশ) এবং হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পকর্মের (১২.৩৬ শতাংশ) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রবেশগম্যতা

[১] প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গণ্য করা হয়েছে।

জরিপের সময়সীমা হতে পূর্বের তিন মাসে ৬১.৯৮ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। আবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৯২.৩৩ শতাংশ জরিপের পূর্বের বারো মাসে কোনো না কোনো সময় স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। যারা জরিপের পূর্বের তিন মাসে সহজে স্বাস্থ্যসেবা পাননি তাদের মতে চিকিৎসার উচ্চ ব্যয় (৮১.০০ শতাংশ) এবং পারিবারিক সহায়তার অভাব (৩০.৭৭ শতাংশ)-এ দুটিই স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ার প্রধান কারণ। যারা বারো মাসে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ সরকারি হাসপাতাল (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) থেকে উক্ত সেবা পেয়েছেন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি: ২২.৪৮ শতাংশ এবং সাধারণ মানুষ: ১৭.৫৬ শতাংশ)। অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যেমন: মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, রুরাল ডিসপেন্সারি বা কমিউনিটি ক্লিনিক) থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার খুব কম (যথাক্রমে ৪.০৩ এবং ৫.০৪ শতাংশ)। তবে পল্লী চিকিৎসক (যথাক্রমে ২৩.৮৪ এবং ২৪.০৪ শতাংশ), এলোপ্যাথিক ওষুধের দোকান (যথাক্রমে ১৬.৬৮ এবং ২৬.৯৮ শতাংশ) এবং বেসরকারি হাসপাতাল (যথাক্রমে ১৫.০৫ এবং ১১.৯৩ শতাংশ) এবং এমবিবিএস ডাক্তার (যথাক্রমে ১৩.৩২ এবং ১০.৬৫ শতাংশ) স্বাস্থ্যসেবার উল্লেখযোগ্য বেসরকারি উৎস।

জরিপের পূর্বের ছয় মাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩.৫০ শতাংশ সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং ২৮.২২ শতাংশ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এ দুই ধরনের কর্মকান্ডে নারীর (যথাক্রমে ১৯.০৭ এবং ২০.১৯ শতাংশ) তুলনায় পুরুষের (যথাক্রমে ২৬.৬৪ এবং ৩৩.৯০ শতাংশ) অংশগ্রহণ বেশি ছিল। আবার, ১১.০৭ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সর্বদা, ১২.৪৪ শতাংশ বেশিরভাগ সময় এবং ৩৮.২১ শতাংশ কখনো কখনো উল্লিখিত ছয় মাসের মধ্যে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। অবশিষ্ট ৩৮.২৮ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সামাজিক কর্মকাণ্ডে কখনও অংশগ্রহণ করেননি বা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। ধর্মীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের একই ধরনের চিত্র দেখা যায়।

যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (৩৫.৬০ শতাংশ) নিবন্ধন রয়েছে। উল্লেখ্য, এ নিবন্ধন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ০.৯৭ শতাংশ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার সাথে যুক্ত; এই হার পুরুষদের মধ্যে ১.১৩ শতাংশ ও নারীদের মধ্যে ০.৭৪ শতাংশ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকাংশই (৮১.৮৮ শতাংশ) কখনো না কখনো সাধারণ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সামাজিক সুরক্ষা

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (এসএসএনপি) অধীনে সামাজিক সুরক্ষা হিসেবে (সরকারিভাবে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ৪৭.৪২ শতাংশ কোনো না কোনো সময় এবং ৪৩.৩৫ শতাংশ জরিপের পূর্বের ছয় মাসে কোনো না কোনো ভাতা পেয়েছেন। অন্যদিকে তাদের সকলের মধ্যে ৩৩.৮৭ শতাংশ কোনো না কোনো সময়ে এবং ৩১.৫৪ শতাংশ জরিপের পূর্বের ছয় মাসে প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন। আবার, যাদের নিবন্ধন রয়েছে তাদের ৯১.৪৩ শতাংশ কোনো না কোনো সময় প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন।

শুধুমাত্র ২.১৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এসএসএনপি'র উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে কোনো না কোনো সময় সহায়তা পেয়েছেন। তারা প্রধানত এনজিও, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। তাদের প্রাপ্ত সহায়তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক অনুদান, সহায়ক ডিভাইস ও অন্যান্য ধরনের দ্রব্য বা উপাদান।

বৈষম্য, হয়রানি ও উপহাস এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৪৩.৭০ শতাংশ জরিপের পূর্বের বারো মাসে কোনো না কোনো সময় বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হয়েছেন। যারা বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তারা প্রধানত প্রতিবন্ধিতার কারণেই (৯৮.৫৮ শতাংশ) এমন ঘটনার শিকার হয়েছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক বা অভিবাসন উৎস এবং অন্যান্য (১.২৩ থেকে ৭.৮৬ শতাংশ)।

যারা বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের ৯০.৫৮ শতাংশই তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এছাড়া আত্মীয়স্বজন (৪৩.৩৩ শতাংশ), বন্ধু-বান্ধব (২৮.৪১ শতাংশ) ও নিজ খানার সদস্যও (২৬.৯৭ শতাংশ) এ ধরনের আচরণের জন্য দায়ী।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫৬.৪১ শতাংশ জরিপের আগের বারো মাসের যে কোনো সময় উপহাস বা বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন এবং তাদের বেশিরভাগই মাঝে মাঝে (৭৩.৮৭ শতাংশ) এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এ ছাড়া অনেকে প্রায়ই (২০.২২ শতাংশ) এবং কেউ কেউ সর্বদা (৫.৯১ শতাংশ) এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। জরিপে দেখা যায়, প্রতিবেশীরাই মূলত উপহাস ও বিদ্রুপ করে থাকে (৯০.৫৬ শতাংশ)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যারা উপহাস করে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে আত্মীয় (৪০.৫৩ শতাংশ), বন্ধু-বান্ধব (২৬.৯৯ শতাংশ) ও নিজের খানার সদস্য (২৩.৪৬ শতাংশ)। আবার, ৫০.৫৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার জরিপের আগে বারো মাসের কোনো না কোনো সময় পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে উপহাসের শিকার হয়েছে। এখানেও, প্রতিবেশী প্রধান উপহাসকারী ব্যক্তি (৯১.৯৫ শতাংশ)। অন্যান্যরা হলো আত্মীয় (৪২.৩৮ শতাংশ), বন্ধু-বান্ধব (২৩.১২ শতাংশ) এবং নিজ খানার সদস্য (১৯.৪৪ শতাংশ)।

বৈষম্য, হয়রানি বা উপহাসের শিকার হওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫.১৫ শতাংশ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। যারা অভিযোগ করেছেন তারা প্রধানত প্রতিবেশীর কাছে (৫১.৬৬ শতাংশ), ধর্মীয় নেতা বা স্থানীয় প্রভাবশালীর কাছে (২৭.৫৭ শতাংশ), নিজের খানার কাছে (২১.৮৬ শতাংশ) এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যের কাছে (১৯.০৪ শতাংশ) অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার পেয়েছেন ৫৮.২৪ শতাংশ ব্যক্তি।

ফাংশনাল ডিফিকাল্টি

জরিপে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার ৭.০৭ শতাংশের অন্তত একটি ক্ষেত্রে বা ডোমেইনে[2] ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে; এটি পুরুষদের মধ্যে ৭.২২ শতাংশ ও নারীদের মধ্যে ৬.৯১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬.৫৩ শতাংশ ও গ্রামীণ এলাকায় ৭.২২ শতাংশ। বয়সের ভিত্তিতে দেখা যায়, ১.৮৯ শতাংশ ২-৪ বছর বয়সী শিশুর, ৪.০২ শতাংশ ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর, ৩.৬২ শতাংশ ২-১৭ বছর বয়সী শিশুর, ৩.৯৫ শতাংশ ১৮-৪৯ বছর বয়সী পুরুষ এবং নারীর (পুরুষ ৪.২৭ শতাংশ এবং নারী ৩.৬৬ শতাংশ) এবং ২২.৬০ শতাংশ ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী পুরুষ এবং নারীর (পুরুষ ২০.৭৪ শতাংশ এবং নারী ২৪.৬৭ শতাংশ) অন্তত এক ধরনের ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে।

২-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে (০.২০-০.৯৯ শতাংশ) যোগাযোগের ক্ষেত্রেই ফাংশনাল ডিফিকাল্টি বেশি (১.১৩ শতাংশ)। অন্যদিকে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুদের স্মরণ রাখতে সমস্যা হলো প্রধান ফাংশনাল ডিফিকাল্টি (১.৬৬ শতাংশ)। এ ছাড়া কোনো কিছু শেখা (১.৬০ শতাংশ) এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা (১.৫১ শতাংশ) হচ্ছে অন্যতম দুটি প্রধান ফাংশনাল ডিফিকাল্টি। ১৮-৪৯ বছর বয়সী পুরুষ ও নারীর প্রধান ফাংশনাল ডিফিকাল্টি হলো হাঁটার সমস্যা (যথাক্রমে ১.৯৬ এবং ১.৭৪ শতাংশ)। এ ছাড়া নিজের যত্ন নিতে সমস্যা (১.১৭ এবং ০.৯৫ শতাংশ), মনে রাখার সমস্যা (১.০৩ এবং ০.৮৬ শতাংশ) এবং যোগাযোগ সমস্যা (০.৯৯ এবং ০.৬৯ শতাংশ) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফাংশনাল ডিফিকাল্টি উল্লেখযোগ্য।

[২] যা ওয়াশিংটন গ্রুপ প্রতিবন্ধিতার পরিসংখ্যান মডিউলে অন্তর্ভুক্ত ডোমেইনসমূহের কোনো একটি ডোমেইন।

২-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ১.৪৩ শতাংশ চশমা পরে, ০.২১ শতাংশ শ্রবণযন্ত্র এবং ০.৪১ শতাংশ হাঁটার জন্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে বা অন্যের সহায়তা গ্রহণ করে। যারা চশমা পরে, তাদের ৬.২৭ শতাংশের চশমা দিয়েও দেখতে অসুবিধা হয়; শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা শিশুদের মধ্যে ৭.১৯ শতাংশের শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করেও শুনতে অসুবিধা হয়; এবং হাঁটার সরঞ্জাম ব্যবহার করা শিশুদের মধ্যে ২৮.১৬ শতাংশের সরঞ্জাম ব্যবহার করেও হাঁটতে সমস্যা হয়। ১৮-৪৯ বছর বয়সী পুরুষদের মধ্যে ৬.৯০ শতাংশ চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স এবং ০.৪১ শতাংশ শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করেন। ১৮-৪৯ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৮.৮২ এবং ০.৪৩ শতাংশ।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, জরিপ অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ২.৮০ শতাংশ ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতা এবং ৭.০৭ শতাংশ ব্যক্তি ফাংশনাল ডিফিকাল্টি নিয়ে বসবাস করছেন। নারীর তুলনায় পুরুষের মাঝে এবং শহর এলাকার তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় প্রতিবন্ধিতা ও ফাংশনাল ডিফিকাল্টি দুটোই বেশি। শিশুদের বিশেষ করে যোগাযোগ ও মনে রাখার ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হাঁটা, মনে রাখা ও যোগাযোগে ফাংশনাল ডিফিকাল্টি রয়েছে। অন্যদিকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতা, একাধিক প্রতিবন্ধিতা এবং দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তির বৈকল্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধিতার উল্লেখযোগ্য ধরন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্ধেকই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন এবং তাদের খুব অল্পই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। বয়সের ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় গড়ে ২.৩৮ বছর পিছিয়ে থাকে।

১৫-৬৫ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীদের প্রতি ৩ জনে ১ জন কর্মে নিয়োজিত, যাদের অধিকাংশই আত্ম-কর্মসংস্থান ও খানার কর্মে যুক্ত। প্রতি ৩ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ১ জন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতি ২ জনে ১ জন প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকেন।

প্রতি ৩ জন প্রতিবন্ধীর ১ জনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধন রয়েছে; যাদের নিবন্ধন রয়েছে তাদের প্রায় সকলেই (৯০ শতাংশের বেশি) কখনো না কখনো সরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা পেয়েছেন।

প্রতিবেশীদের দ্বারা হয়রানি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ এবং উপহাসের শিকার হওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে একটি সাধারণ ঘটনা। তাই দেখা যায়, প্রতি ২ জনে ১ জন কখনো না কখনো এই ধরনের অশালীন আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের খুব কম সংখ্যকই এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিকারমুলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তবে যারা প্রতিকার পেতে অভিযোগ করেছেন তাদের অনেকেই প্রতিকার পেয়েছেন।

Key Findings

National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021

Indicators	Total	Rural	Urban
Household sample coverage and responses			
Sampled households	36,000	28,261	7,739
Household completion rate	98.50	98.60	98.10
Ownership of dwelling households			
Own	84.37	93.59	52.86
Rented	13.49	4.24	45.14
Without rent	2.04	2.07	1.97
Others	0.09	0.11	0.04
Number of persons in sleeping room			
Mean number of persons per room used for sleeping	2.21	2.19	2.28
Household members with:			
Internet access in the household	57.42	53.83	69.71
Household access to electricity	98.77	98.53	99.57
Household with a television	51.18	44.99	72.36
Household with a mobile phone	97.47	97.22	98.33

Indicators	Both	Male	Female
Persons with at least one disability (based on types defined in the Persons with Disability Rights and Protection Act 2013 of Bangladesh)			
Total	2.80	3.28	2.32
Area			
Rural	2.89	3.44	2.35
Urban	2.45	2.69	2.20
Disability by category			
Autism or autism spectrum disorders	0.05	0.06	0.04
Physical disability	1.35	1.66	1.03
Mental illness leading to disability	0.29	0.33	0.24
Visual disability	0.46	0.49	0.43
Speech disability	0.32	0.37	0.27
Intellectual disability	0.22	0.24	0.19
Hearing disability	0.36	0.37	0.34
Cerebral palsy	0.08	0.08	0.07
Down syndrome	0.04	0.04	0.04
Deaf-blindness	0.02	0.03	0.02
Multiple disability	0.35	0.39	0.31
Other disability	0.05	0.07	0.03
Main reasons for disability			
Congenital or by born	41.09	40.74	41.60
Illness or disease	36.35	32.79	41.38
Falling from tree or rooftop	12.27	13.69	10.27
Road accident	5.53	8.20	1.77

Indicators	Both	Male	Female
Persons with disabilities aged 5-24 years who attended formal education in 2021 academic year			
Attended formal education	32.60	30.92	35.15
Out of persons with disabilities aged 5-24 years who attended formal education in 2021:			
Primary (Class 1-5)	53.02	53.15	52.84
Secondary and Higher Secondary (Class 6-12)	37.47	38.09	36.65
Graduation and Post-graduation (above class 12)	9.51	8.76	10.52

Indicators	Both	Male	Female

Students with disability's remaining behind of general students in education (in average year)			
Average number of years	2.38	2.36	2.41

Indicators	Primary	Secondary	Above
Level of education of persons with disabilities aged 5-24 years by age group who attended educational institutions in 2021			
Primary school age (5-11 years)	100.0	0.00	0.00
Secondary school age (12-17 years)	34.71	65.29	0.00
Higher education age (18-24 years)	0.00	49.26	50.74

Indicators	Both	Male	Female
Persons with disabilities aged 15-64 years by employment status, receipt of healthcare, having special toilet facility, involvement in organizations and having registration and certificates			
Employed	33.78	47.59	12.80
Not in employment	66.22	52.41	87.20
Persons with disabilities who received healthcare in three months before the survey	61.98	61.33	62.91
Persons with disabilities who received healthcare in twelve months before the survey	92.33	91.79	93.09
Persons with disabilities who have special type of sanitation facilities at home as per their need	9.75	8.45	11.59
Persons with disabilities's involvement in any kind of disability related organization	0.97	1.13	0.74
Persons with disabilities with registration with government authorities	35.60	37.61	32.76
Persons with disabilities who received disability allowances any time			
Received disability allowances any time (among those who have registration)	91.43	90.24	93.37
Received disability allowances any time (irrespective of having or not having registration)	33.87	35.47	31.61
Received any allowance any time (irrespective of having or not having registration)	47.42	46.74	48.38

Indicators	Total	Rural	Urban
Facing discrimination, abuses and victimization any time during 12 months preceding the survey			
Faced discriminative behaviour, abuses and victimization	43.70	44.02	42.33
Main ground on which faced discrimination, abuses and victimization			
Discriminative behaviour, abuses and victimization due to disability	98.58	98.41	99.33
Main accused by whom faced discrimination, abuses and victimization			
Discriminative behaviour and abuses by neighbour	90.58	91.27	87.55
Main remedial measures taken against discrimination, abuses and victimization			
Informed neighbour to stop such behaviour	51.66	53.52	45.20
Informed UP chairmen/members	19.04	22.64	6.49
Informed local influential/religious leaders	27.57	29.37	21.31
Who, as a remedial measure, informed someone, got remedies	**58.24**	**52.26**	**79.07**

Indicators	Total	Rural	Urban
Falling of persons with disabilities as victims of ridicule and mockery any time during 12 months preceding the survey			
Persons with disabilities fell victims of ridicule and mockery	56.41	56.86	54.52
Main accused by whom persons with disabilities fell victims of ridicule and mockery			
Persons with disabilities fell victims of ridicule and mockery by neighbour	90.56	91.35	87.10
Falling of families of persons with disabilities as victims of ridicule and Mockery any time during 12 months preceding the survey			
Persons with disabilities' families fell victims of ridicule, mockery	50.54	50.36	51.31
Indicators	**Total**	**Rural**	**Urban**
Main accused by whom persons with disabilities' families fell victims			

of ridicule and mockery			
Persons with disabilities' families fell victims of ridicule and mockery by neighbour	91.95	92.90	87.99

Indicators	Total	Rural	Urban
Persons with disabilities received healthcare from:			
Government hospitals (MCHs, DHs and UHCs)	22.48	18.84	39.41
MCWCs/FWCs/RDs/CCs	4.03	4.69	0.99
Private hospitals	15.05	14.03	19.77
Private MBBS doctor	13.32	14.12	9.60
Village practitioner	23.84	27.39	7.34
Allopathic drug store	16.68	16.04	19.63
NGO operated facilities	0.30	0.33	0.14
Other health centres	1.28	1.25	1.41

[Note: MCHs refers to Medical College Hospitals, DHs to District Hospitals, UHCs to Upazila Health Complexes, MCWCs to Maternal and Child Welfare Centres, FWCs to Family Welfare Centres, RDs to Rural Dispensaries and CCs to Community Clinics]

Indicators	Both	Male	Female
Persons who have at least one functional difficulty (Based on Modules of Washington Group on Disability Statistics)			
Total	7.07	7.22	6.91
Rural	7.22	7.47	6.97
Urban	6.53	6.35	6.71
Children aged 2-4 years	1.89	2.30	1.46
Children aged 5-17 years	4.02	4.64	3.35
Adults aged 18-49 years	3.95	4.27	3.66
Adults aged 50 years or above	22.60	20.74	24.67

Indicators	Total	Rural	Urban
Adult functional difficulties by area			
Women aged 18-49 having functional difficulties in at least one domain	3.66	3.69	3.56
Men aged 18-49 having functional difficulties in at least one domain	4.27	4.44	3.74
Women aged 50 years or above having functional difficulties in at least one domain	24.67	24.31	26.35
Men aged 50 years or above having functional difficulties in at least one domain	20.74	21.14	19.21

Indicators	Both	Male	Female
Children (2-4 years) with functional difficulties in different domains listed below			
Difficulty in seeing	0.37	0.32	0.42
Difficulty in hearing	0.38	0.53	0.23
Difficulty in walking	0.82	0.95	0.70
Difficulty in fine motor	0.57	0.57	0.56
Difficulty in communication	1.13	1.39	0.87
Difficulty in learning	0.99	1.16	0.82
Difficulty in playing	0.78	0.96	0.60
Difficulty in controlling behavior	0.20	0.32	0.08

Indicators	Both	Male	Female
Children (5-17 years) with functional difficulties in different domains listed below			
Difficulty in seeing	0.64	0.69	0.58
Difficulty in hearing	0.42	0.47	0.37
Difficulty in walking	1.13	1.32	0.93
Difficulty in self-care	1.16	1.29	1.03
Difficulty in communication	1.24	1.47	0.99
Difficulty in learning	1.60	1.79	1.39
Difficulty in remembering	1.66	1.85	1.46
Difficulty in concentration	0.85	0.93	0.77

Indicators	Both	Male	Female
Children (5-17 years) with functional difficulties in different domains listed below			
Difficulty in accepting changes	0.97	1.04	0.90
Difficulty in controlling behavior	1.51	1.82	1.19
Difficulty in making friends	1.00	1.14	0.86
Anxiety	0.36	0.40	0.32
Depression	0.36	0.45	0.27

Indicators	Both	Male	Female
Children (2-17 years) use assistive devices and those face functional difficulties even after using devices			
Wear glasses	1.43	1.07	1.81
Use hearing aid	0.21	0.18	0.23
Use equipment or receive assistance for walking	0.41	0.50	0.33
Difficulty seeing even after wearing glasses	6.27	6.42	6.18
Difficulty hearing even after wearing hearing aid	7.19	2.87	10.84
Difficulty walking even after using equipment or receiving assistance	28.16	28.07	28.29

Indicators	Both	Male	Female
Face functional difficulties even after using devices			
Difficulty seeing even after wearing glasses	6.27	6.42	6.18
Difficulty hearing even after wearing hearing aid	7.19	2.87	10.84
Difficulty walking even after using equipment or receiving assistance	28.16	28.07	28.29

Executive Summary

This summary has been prepared based on the findings of the National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021. A standardized questionnaire was administered in this survey. The main objective of the survey was to collect necessary data for the development of the persons with disabilities, employment connection with the mainstream of development and provide them equal rights in every sphere of life. The survey was conducted during the month of November and December, 2021. A brief description of the survey findings has been presented below.

Survey findings

The survey findings are basically prepared based on the information collected from 36,000 sampled households thrughout the country. A robust sampling design with 08 design domains (Administrative Divisions) was employed in this survey.

Types of disability

According to the classifications mentioned in 'Persons with Disability Rights and Protection Act 2013', among the population of Bangladesh 2.80 percent of people have disabilities; which is 3.28 percent for males and 2.32 percent for females and 2.89 percent in rural areas and 2.45 percent in urban areas. It is 0.83 percent among children aged 0-4 years, while 2.24 percent among adults aged 18-49 years and 9.83 percent among population aged 65 years and above. Khulna division has the highest rate (3.62 percent) and Sylhet division has the lowest rate (2.15 percent) of disabilities. By types of disability, physical disability is 1.35 percent, visual disability is 0.46 percent, hearing disability is 0.36 percent, multiple disability is 0.35 percent, speech disability is 0.32 percent, mental illness leading to disability is 0.29 percent, intellectual disability is 0.22 percent, cerebral palsy is 0.08 percent, autism is 0.05 percent and other disability is 0.05 percent.

Reasons behind being a person with disabilities are multiple, as reported. Compared to other reasons, more frequently cited reasons are the congenital or by born (41.09 percent), illness or disease (36.35 percent), falling from tree or rooftop (12.27 percent) and road accident (5.53 percent).

Persons with autism have major limitations in social and interpersonal behaviour (93.68 percent), frequent repetition of same things (88.40 percent), limitations in verbal or non-verbal communication (87.18 percent) and intellectual disability (86.42 percent).

Persons with physical disabilities get their daily activities hindered either partially (63.11 percent) or entirely (31.84 percent). They have permanent physical imbalance (20.37 percent), one leg or hand is partially numb (22.11 and 18.76 percent respectively).

The clinical depression is more common type of mental illness (24.04 percent) than others as per the medical record available to the respondents with mental illness. The personality disorder is the second most important disability (19.95 percent) and phobia (12.22 percent) is other important mental illness.[3]

[3] Notably, 58.50 percent of the persons with apparent mental illness have no medical record of diagnosis and could not be identified with conviction. উল্লেখ্য, ৫৮.৫০ শতাংশ বাহ্যত মানসিক রোগীর রোগ নির্ণয়ের কোনো মেডিকেল রেকর্ড বা কাগজপত্র না থাকায় তাদেরকে নিশ্চিতভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে চিহ্নিত করা যায়নি।

Majority of the persons with visual disability cannot see at-all in one eye (66.48 percent) and 16.09 percent in both eyes, while 18.16 percent can see partial or less in both eyes, and, even after wearing glasses or lenses 29.01 percent can see partial and 14.35 percent cannot see at all.

Of the persons with speech disability, 34.25 percent have limitations in speaking by arranging required words in a proper voice with a clear pronunciation, 35.25 percent have problems in arranging and pronouncing words due to damage or limitations in the concerned organs, 29.30 percent have limitations in speaking freely due to problems or damage in the vocal process, whereas 58.32 percent cannot speak at all.

More than 90 percent of the persons with intellectual disability have lower IQ than normal people (98.38 percent), limitations in intellectual activities (97.68 percent), limitations in daily work efficiency (93.91 percent) and limitations in doing age-appropriate activities (92.87 percent).

Among persons with hearing disability, 42.02 percent can hear in both ears partially or less or sometimes cannot hear, while 20.43 percent cannot hear in one ear at all and 37.36 percent in both ears at all.

Around 90 percent of the persons with cerebral palsy have limitations in the communication (96.34 percent), lack a balance in the movement (96.64 percent), have muscles too stiff or too loose (89.32 percent), have limitations in the normal movement of hands or feet (90.97 percent), have behavioral limitations (89.06 percent) and experienced hands/legs to become inactive completely or partially' (85.49 percent).

Educational attainment

Among the persons with disabilities aged 3 years or above 54.74 percent have no formal education[4], while 23.11 percent have primary (I-V), 18.33 percent have secondary (VI-XII) and 1.57 percent have higher education. In 2021 academic year, 32.60 percent of persons with disabilities aged 5-24 years (age of education) attended formal education. Among those who attended, 53.02 percent attended primary, 37.47 percent attended secondary and 9.51 percent attended higher education.

Persons with disabilities begin to attend school lately due to disability. Data show that in 2021, 34.71 percent of children with disabilities aged 12-17 years (age of secondary school) studied in the primary level and 49.26 percent of students aged 18-24 years (age of higher education) studied in the secondary level. Those, who attended formal education in 2021, were lagging behind compared to the general students by 2.38 years on an average.

The persons with disabilities aged 5-24 years, who have never attended school or discontinued study in 2021, listed main reasons for discontinuation[5] or never attendance: lack of specialized school for persons with disabilities in the area (47.73 percent), family's reluctance (28.07 percent), financial constraint or poverty (26.80 percent) and lack of infrastructural accessibility to school (13.31 percent).

[4] The formal education here excluded early childhood education, non-formal education and religious education
[5] The denominator here excluded those who have completed education and educational institutions

Employment status

One third (33.78 percent) of the persons with disabilities aged 15-64 years (i.e., working age) are employed; 47.59 percent are males and 12.80 percent females, 35.55 percent in rural areas and 25.95 percent in urban areas. Only 4.80 percent of children with disabilities aged 5-17 years are employed; 6.71 percent among males and 2.04 percent among females. The majority of the persons with disabilities (15-64 years), who are employed, are mainly self-employed (54.42 percent), followed by 'engaged in household or family business' (18.14 percent), and 'private organizations' (16.37 percent). Only 2.66 percent of the persons with disabilities received training, mainly on computer skills (35.61 percent), readymade garments sector (15.24 percent) and 'handicraft or cottage work' (12.36 percent).

Accessibility

Among the persons with disabilities, 61.98 percent received healthcare services in three months preceding the survey. Again, 92.33 percent of them, while 80.50 percent of general population have received healthcare services sometimes in twelve months preceding the interview. High treatment cost (81.00 percent) and lack of family support (30.77 percent) were the main reasons for not receiving the service as reported by those who could not easily access the service during the three months. Of those who received health services in twelve months, around one-fourth received it from the government health facilities, i.e., medical college hospitals, district hospitals and upazila health complexes (persons with disabilities: 22.48 percent and general people: 17.56 percent). Other government health centres (i.e., maternal and child welfare centres, union health and family welfare centres, rural dispensaries or community clinics) have very little share (4.03 and 5.04 percent respectively). But, village practitioners (23.84 and 24.04 percent respectively), allopathic drug store (16.68 and 26.98 percent respectively), private hospitals (15.05 and 11.93 percent respectively) and MBBS doctors (13.32 and 10.65 percent respectively) are notable non-government sources of healthcare.

Among the persons with disabilities, 23.50 percent participated in social activities and 28.22 percent participated in religious activities in six months preceding the survey. Males had higher participation (26.64 and 33.90 percent respectively) than females (19.07 and 20.19 percent respectively) in these types of activities. Again, 11.07 percent of the persons with disabilities always, 12.44 percent most of the time and 38.21 percent sometimes participated in the social activities during the period mentioned; the remaining 38.28 percent never participated or were not-interested to participate. A similar pattern exists in the case of participation in religious activities.

A little more than one third (35.60 percent) of the persons with disabilities have registration with government authorities. To mention, this is an ongoing process.

Only 0.97 percent of the persons with disabilities are engaged in organizations working for persons with disabilities; it is 1.13 percent for male and 0.74 percent for female.

Most of the persons with disabilities (81.88 percent) have ever casted votes in the general and local government elections.

Social protection under Social Safety Net Programme

As a social protection, among all persons with disabilities, (irrespective of having registration or not), 47.42 percent received any type of allowance at any time and 43.35 percent in six months preceding the survey under the government's Social Safety Net Programme (SSNP). Again, among all of them, 33.87 percent at any time and 31.54 percent in six months preceding the survey received disability allowances. On the other hand, among those who have registration, 91.43 percent received disability allowances any time.

Only 2.13 percent of the persons with disabilities has ever received any assistance other than those of the SSNP mainly in the form of financial grants, assistive devices and other items from NGOs, directorate of social services and other government organizations.

Discrimination, harassment and mockery and remedial measures

The survey shows that 43.70 percent of the persons with disabilities have ever felt discriminated against or harassed in twelve months preceding the survey. Those who felt discriminated or harassed, felt so for being a person with disability (98.58 percent). Other reasons/grounds include age, sex, religion, ethnic or immigration origin and others (1.23 to 7.86 percent).

Among those who felt discriminated against or harassed, 90.58 percent experienced such occurrences by their neighbors. Besides, relatives (43.33 percent), friends (28.41 percent) and own family members (26.97 percent) were also responsible.

Further, 56.41 percent of the persons with disabilities fell victims of ridicule or mockery at any time in twelve months preceding the survey. Among those who fell victims, mostly experienced such events occasionally (73.87 percent), followed by most of the time (20.22 percent) and always (5.91 percent). Neighbor is the main responsible for mockery (90.56 percent). The notable others are relatives (40.53 percent), friends (26.99 percent) and own family members (23.46 percent). Again, family members of 50.54 percent of the persons with disabilities experienced mockery for his/her disability during twelve months before the survey. Again, neighbor is the main accused of this behaviour (91.95 percent). Other notable individuals were relatives (42.38 percent), friends (23.12 percent) and family members (19.44 percent).

Only 5.15 percent of the persons with disabilities who fell victims of mockery or harassment, complained to someone against discrimination or harassment or mockery. Among those who complained, complained to neighbors (51.66 percent), 'religious leaders or local influentials' (27.57 percent), 'own family members' (21.86 percent) and 'union parishad chairmen or members' (19.04 percent). Among those, who complained, 58.24 percent got remedy by informing the complaint.

Functional difficulties

Overall 7.07 percent of the population have any functional difficulty in at least one domain out of the domains listed in the Washington Group on Disability Statistics Module, followed in this survey; 7.22 percent among male and 6.91 percent among female; 7.22 percent in the rural area and 6.53 percent in the urban area. By age, 1.89 percent of children aged 2-4 years, 4.02 percent of children aged 5-17 years, 3.62 percent of children aged 2-17 years, 3.95 percent of adult aged

18-49 years (male: 4.27 percent and female: 3.66 percent) and 22.60 percent of adult aged 50 years and above (male 20.74 and female 24.67 percent) have any functional difficulty.

Among children aged 2-4 years, communication is more frequently cited domain of functional difficulty (1.13 percent) than any other domains (0.20-0.99 percent). Among children aged 5-17 years, difficulty in remembering is a major domain of functional difficulty (1.66 percent), followed by learning (1.60 percent) and controlling behaviour (1.51 percent). Among adult men and women aged 18-49 years, respectively, walking is the main domain of functional difficulty (1.96 and 1.74 percent), followed by self-care (1.17 and 0.95 percent), remembering (1.03 and 0.86 percent) and communication (1.00 and 0.69 percent).

Among children aged 2-17 years, 1.43 percent wear glasses, 0.21 percent hearing aid and 0.41 percent use equipment or receive assistance for walking. Among those who wear glasses, 6.27 percent have difficulty seeing even with glasses; of the children using hearing aid, 7.19 percent have difficulty hearing with hearing aid; and among children using equipment for walking, 28.16 percent have difficulty walking even with equipment. Among males aged 18-49 years, 6.90 percent use glasses or contact lenses and 0.41 percent hearing aids. The corresponding percentages for females aged 18-49 years are 8.82 and 0.43 percent respectively.

Conclusion

To conclude, it may be mentioned that 2.80 percent of the country's population are living with disabilities and 7.07 percent with functional difficulties. Males are likelier than females and urban areas are likelier than rural areas to have disabilities and functional difficulties. Particularly children have their functional difficulties in communication and remembering and adult have difficulties in walking, remembering and communicating. Physical disability, mental illness, multiple disability and disability in vision, hearing and speech are notable by their type.

A half of the persons with disabilities are without formal education and a nominal proportion have higher education. Compared to the general population they lag behind in study by 2.38 years on an average.

Every 1 out of 3 persons with disabilities aged 15-65 years are employed where self-employment is very common along with household/family business. Only 1 out of 3 persons with disabilities have participation in social and religious activities. Every 1 out of 2 of them have access to health services mainly from government and private facilities.

Only 1 out of 3 have registration with government authorities and among them almost all (over 90 percent) got the government disability allowance.

Experiencing harassment and discriminative behaviour and mockery by neighbor is a common phenomenon in the life of the persons with disabilities. Half of the people experienced such indecent behaviour. A very few of them took remedial measures. Many of those who complained against such a behaviour seeking remedy, received some sort of remedial measures or support.

জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ প্রকল্প

ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিসংখ্যান ভবন

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭